পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় - পাণ্ডুলিপি, প্রামাণ্যতা ও অভ্রান্ততা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

২. ১১. ২. যাবূর (Zabur) বনাম গীতসংহিতা (Psalms)

পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত একটা পুস্তকের ইংরেজি নাম: Psalms (সামস)। এ পুস্তকটার মূল হিব্রু নাম তেহিলিম (Tehillim) যার অর্থ প্রশংসা বা প্রশংসা সঙ্গীত (Praises or Songs of Praise)। এ পুস্তকটা ৫ ভাগে বিভক্ত এবং এর মধ্যে ১৫০টা সঙ্গীত বিদ্যমান। পুস্তকটা ইহুদি বাইবেলের তিন অংশের শেষ অংশ 'লেখনিসমূহের' প্রথম পুস্তক। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টান বাইবেলের ৪ অংশের তৃতীয় অংশ প্রজ্ঞাপুস্তকসমূহ বা কাব্যিক পুস্তকসমূহের দ্বিতীয় পুস্তক।

বাংলায় কেরির অনুবাদে এবং অন্যান্য কিছু সংস্করণে এটার নাম 'গীতসংহিতা'। জুবিলী বাইবেলে এর নাম 'সামসঙ্গীত'। 'কিতাবুল মোকাদ্দস' ও কোনো কোনো বাংলা সংস্করণে এর নাম 'জবুর শরীফ'। বাইবেলের আরবি অনুবাদে এ বইটাকে 'মাযামীর' (বাঁশি) নামকরণ করা হয়। কখনো 'যাবূর' নাম দেওয়া হয়।

মুসলিম সমাজে 'যাবূর' পরিচিত একটা শব্দ। এটা একটা আরবি শব্দ। 'যাবারা' অর্থ লিখন এবং যাবূর অর্থ লিখিত পুস্তক। গীতসংহিতা বা সামসঙ্গীত নামের এ পুস্তকটাকে 'জবুর শরীফ' বলা সঠিক নয়; কারণ এ পুস্তকটার মূল নাম 'যাবূর' নয় এবং এ পুস্তকটার মূল হিব্রু নাম বা ইংরেজি নামের সাথে 'যাবূর' শব্দের অর্থগত কোনো সম্পর্ক নেই। অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতার দাবি যে, নিজস্ব নামের প্রতিবর্ণায়ন করা হবে অথবা শাব্দিক অনুবাদ করা হবে। গীতসংহিতা বা সামসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু 'জবুর শরীফ' নামকরণে এ বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করা হয়েছে।

'যাবূর' বা 'জবুর' নামটা হিব্রু বা ইহুদি-খ্রিষ্টান পরিভাষায় ব্যবহৃত নয়। এটা একান্তই ইসলামি পরিভাষা। ইসলামি বিশ্বাসে 'যাবূর' দাউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব। পক্ষান্তরে 'গীতসংহিতা' নামক এ পুস্তকের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর কিছু গীত দাউদ (আ.)-এর রচিত এবং অন্যান্য গীত অন্যান্য লেখকের রচিত। যে গীতগুলো দাউদের রচিত বলে গীতসংহিতা পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও আধুনিক গবেষকরা বলেন যে, এগুলোও অনেক পরে দীর্ঘদিন ধরে সংকলিত। এনকার্টার বাইবেল (Bible) প্রবন্ধের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) পরিচ্ছেদে পুরাতন নিয়মের বিবর্তন (Development of the Old Testament) অনুচ্ছেদ কাব্যিক পুস্তকমালা (the poetic books) শিরোনামে বলা হচ্ছে:

"David is regarded as the author of the Psalms...; in fact, only 70 of the 150 Psalms are specifically identified with David, and far fewer than that originated during his era. The attributions to David and to others are found in the superscriptions, which were added long after the Psalms were written. The Book of Psalms became the hymn and prayer book of Israel's second temple, but many of the songs predate the second temple."

"দাউদকে গীতসংহিতার লেখক বলে মনে করা হয়...। বাস্তবে ১৫০টা গীতের মধ্যে মাত্র ৭০টা দাউদের রচিত

বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে তাঁর যুগ থেকে পাওয়া গীতের সংখ্যা এ চিহ্নিত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। গীতগুলোর উপরে দাউদ বা অন্যদের নামের যে উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো গীতগুলো লেখা হওয়ার অনেক পরে সংযোজিত হয়েছে। (দাউদ আ.-এর প্রায় অর্ধসহস্র বছর পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ সালের দিকে ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে ফিরে) ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দির দ্বিতীয় বার তৈরি করার পরে গীতসংহিতা পুস্তকটা ইহুদিদের ঈশ্বরবন্দনা ও প্রার্থনা পুস্তকে পরিণত হয়। তবে অনেক গীত মন্দিরের দ্বিতীয়বার তৈরি করার পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল।”

এনকার্টার দাউদ (David) প্রবন্ধ বলছে: In tradition, he is credited with writing 73 of the Psalms; most scholars, however, consider this claim questionable. “ঐতিহ্য অনুসারে দাউদ গীতসংহিতার ৭৩টা গীত রচনা করেন। তবে অধিকাংশ গবেষকই এ দাবিকে প্রশ্নবিদ্ধ বলে মনে করেন।”[1]

ফুটনোট

[1] "David (king)." Microsoft Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13895

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন